মুমিনের জীবনে আল্লাহর ওয়াদা

মুহাম্মাদ ইউসুফ শাহ

সম্পাদক
ডা. শামসুল আরেফীন

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ০৯

ক) আপনমনে ভাবনা জাগে (দৃশ্যকল্প) ১০

খ) প্রমিস? হ্যাঁ, প্রমিস! ১২

গ) আল্লাহর ওয়াদার সত্যতা ও মানুষের সন্দেহ ১৬

ঘ) মানুষ আল্লাহর ওয়াদার সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ-পোষণ করে কেন? ২১

ঙ) ‘যে অঙ্গীকার ছিল, তা পূর্ণ করো।’ ২২

চ) সবর করুন, আল্লাহর ওয়াদা সত্য! ২৩

নির্বাচিত পঁচিশ প্রতিশ্রুতি

০১ চিরসুখের স্থান জান্নাত ২৫

০২ অন্ধকার থেকে আলোতে আনয়ন ৩৬

০৩ পথচলার আলো ৪৭

০৪ হিদায়াত—পথচলার নির্দেশনা ৫৬

০৫ দৃঢ়তা ৬০

০৬	দয়া ও করুণা	৭৩
০৭	ভালোবাসা ও উত্তম সাহচর্য	৭৭
০৮	আল্লাহ আপনার সাথে থাকবেন	৮৬
০৯	ফাদ্‌ল বা অনুগ্রহ	৯৪
১০	কোনো ভয় নেই, নেই কোনো চিন্তা	৯৯
১১	হায়াতান তাইয়িবা—একটি সুন্দর জীবন	১০৬
১২	শয়তান হতে সুরক্ষা	১১৩
১৩	শান্তি ও নিরাপত্তা	১১৮
১৪	বরকত	১২১
১৫	মন্দকাজগুলো মুছে দিবেন	১২৪
১৬	ক্ষমা ও মহাপুরস্কার	১৩০
১৭	পূর্ণমূল্য দেওয়া হবে	১৩৪
১৮	কোনো প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না	১৩৫
১৯	আল্লাহ হবেন বন্ধু, অভিভাবক!	১৪৩
২০	সাহায্য ও বিজয়	১৪৭
২১	বিপদ থেকে নাজাত প্রদান	১৫০
২২	মুমিনদের মধ্যেও প্রাধান্য	১৫৩

২৩ আল্লাহ তাআলা হেফাজত করবেন ১৫৭
২৪ শাসনকর্তৃত্ব প্রদান ১৬৪
২৫ একটি কল্যাণকর সমাপ্তি ১৬৭

পরিশিষ্ট

০১ মিথ্যা ওয়াদা ও ভ্রান্ত আশ্বাস ১৬৮
০২ বইটি কারা পড়বেন, কীভাবে পড়বেন ১৮১

মুখবন্ধ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই, তাঁর কাছেই চাই হিদায়াত। আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছেই নফস ও বদ-আমলের অনিষ্ট হতে। যাকে আল্লাহ স্বয়ং পথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে আল্লাহ ভ্রান্তিতে ছেড়ে দেন তাকে কেউ পারে না পথ চেনাতে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা এবং রাসূল।

মুমিনের জীবন পাখির দুই ডানার মতো। এক ডানার নাম 'আশা', আরেকটির নাম 'ভয়'। দুই ডানায় ভারসাম্য থাকলেই কেবল পাখি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। নয়তো হেলে পড়ে যে-কোনো একদিকে। আল্লাহর ইবাদাতে অবিচল থাকা সম্ভব তখনই যখন এই আশা, ভালোবাসা আর ভয়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকবে। কুরআন মাজীদ সেই আশা-জাগানিয়া কিতাব। এটাই তো প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি বিশ্বজাহানের রবের চূড়ান্ত মেসেজ, চূড়ান্ত বার্তা! ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এই পার্থিব জীবনে মানুষ একের পর এক ঢেউয়ের তোড়ে দুলতে থাকে। কেউ বলেন, 'সংসার-সাগরে দুঃখ তরঙ্গের খেলা, আশা তার একমাত্র ভেলা!' কিন্তু কী আশা আর আশ্বাসের বার্তা রয়েছে ওই কুরআনে, মানব-সম্প্রদায়ের প্রতি তার পালনকর্তার শেষ 'চিঠি'তে? চলুন না, কয়েকটি ফুল

তুলে নিই কোঁচড়ে। আবিষ্কার করি আল্লাহর দেওয়া কয়েকটি ওয়াদা আর প্রতিশ্রুতির রহস্য!

মানবজাতির এখন ক্রান্তিকাল।
চারিদিকে শুধু হতাশা আর বিষণ্ণতার গল্প।
মোটিভেশন, সেল্‌ফ হেল্প আর পজিটিভ সাইকোলজির
গল্প শুনতে শুনতে আমরা ক্লান্ত।
শুধু কুরআন খুলে দেখার সময়টাই হয় না !
আমার রব কত আশা ও প্রতিশ্রুতির 'চিঠি'
আমাকে দিয়েছেন!

ক) আপনমনে ভাবনা জাগে (দৃশ্যকল্প)

যে-কোনো উঁচু জায়গায় উঠলে প্রথমে একটু থেমে দম নিতে মন চায়। কিন্তু কেন যেন এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে প্রথমে যে প্রশ্নটা মনে জাগল—'ঠিক জায়গায় এলাম তো, নাকি?' হ্যাঁ, যেমন বর্ণনা ছিল সে রকমই দেখা যাচ্ছে। দু-ধারে উঁচু ঘাসের সারি। এই ধরনের ঘাসকে আমি বলি 'মানব-উচ্চতার-ঘাস'। মানুষের সমান উঁচু। ঘাসগুলোর মাঝে একটি সরু হাঁটা-পথ। বোঝা গেল এদিকটা একেবারে জনশূন্য নয়, মানুষের আনাগোনা আছে। পথ পথিককে সৃষ্টি করে না, পথের সৃষ্টি করে পথিকই। সরু পথের রেখা বরাবর সামনে তাকালে নজরে আসে দূর পাহাড়ের চূড়াগুলো। ওদিকে তাকানো যাচ্ছে না অবশ্য, বিকেলের সূর্য চোখে এসে পড়ছে সরাসরি। আধ-খোলা চোখে একটি ছায়াবৃক্ষ দেখতে পেলাম। ওখানেই যেতে হবে আমাকে। হাঁটা-পথে বড়জোর আর কয়েক মিনিটের দূরত্বে। নাম-না-জানা ছায়াবৃক্ষ। বড় বড় পাতা। অনেকটা এলাকাজুড়ে ছড়ানো। দূর থেকে একটা বিশাল ছাতার মতো দেখতে লাগছে।

আধ-খোলা আধ-বোজা চোখে বিকেলের সোনালি আলো মেখে কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেলাম সেখানে। নির্দেশনা এমনই ছিল। এতটুকু যখন

মিলেছে তা হলে বাকিটাও নিশ্চয়ই মেলার কথা। ছায়াবৃক্ষের নিচে একটা বড় পাথর। পাথরের নিচেই থাকার কথা খামটা। পাথরটা উঠিয়ে অক্ষরবিহীন খামটা খুলতেই ভেতর থেকে ঝুরঝুর করে কতগুলো ছোট ছোট স্ট্যাম্প সাইজের কাগজ ঝরে পড়ল। হলুদ রঙের নোটপ্যাডে যেমন থাকে। এক, দুই, তিন... গুনে দেখলাম ঠিক পঁচিশটি নোট। প্রতিটিতে লেখা একটি করে প্রতিশ্রুতির নাম!

খামটা খোলার সময়, স্মৃতি আমাকে মুহূর্তেই মনে করিয়ে দিল ছোটবেলার এক দিনের কথা। এক বন্ধুর কাছ থেকে একটি প্যাডের কিছু পৃষ্ঠা ধার করেছিলাম। ছবিওয়ালা প্যাড। মানুষ বা প্রাণীর ছবি নেই, নানারকম স্টিল লাইফ ও ন্যাচারাল ছবির জলছাপ। প্রতি পাতায় সুন্দর সব ছবি আর সাথে জুতসই একেকটা ছোট্ট কোটেশন দেখে খুব ভালো লেগেছিল। ওখান থেকে যে কয়টা ছবি ভালো লেগেছিল, সেগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম নিজের ডায়েরিতে। সেদিনের কথা কবেই ভুলে গেছি। কিছুদিন আগে বইয়ের আলমারি ঝাড়তে গিয়ে... সেই পুরনো ডায়েরিটা। পাতার ধারগুলো কিছুটা হলদেটে হয়ে আছে। পৃষ্ঠা উল্টাতে গিয়ে হঠাৎ সেই প্যাডের একটা ছবি খসে পড়ল। লেখা ছিল, 'A great deal of talent is lost in this world for want of little courage!' কথাটা আমি এভাবে অনুবাদ করি, 'অল্প একটু সাহসের অভাবে অনেক রথি-মহারথি জীবন কাটিয়ে দেয় আমজনতা হয়ে!'

আমরা ঝুঁকি নিতে চাই না, কারণ ওয়াদা পূরণ হবে কি না জানা নেই। যদি জানা যেত ওয়াদাগুলো পূরণ হবেই হবে, তবে নিশ্চয়ই আমাদের জীবনের গল্পগুলো অন্যরকম হতে পারত!

খামে রাখা নোটগুলো যখন উল্টেপাল্টে দেখছিলাম, তখন সেদিনের ডায়েরির পাতা থেকে পাওয়া উক্তিগুলোর কথা মনে হচ্ছিল। আমাকে এত আয়োজন করে এখানে নিয়ে আসার কারণেই যেন কাগজে লেখা শব্দগুলো প্রাণ পেয়েছে! অনেক বেশি অপার্থিব আর কাঙ্ক্ষিত মনে হচ্ছে শব্দগুলোকে।

ছায়াবৃক্ষের নিচে অনেকগুলো পাথর, বিভিন্ন সাইজের। বড় পাথরটায় বসে দূর বিকেলের সূর্য মেপে সময় আন্দাজের চেষ্টা করলাম। অস্ত যেতে আরও ঘণ্টা দুয়েক। বুঝতে পারছিলাম না, ফিরে যাব, নাকি এই অচিন-গাছের

নিচে বসে বসে ঘাসের দোল খাওয়া দেখব। ছোট ছোট কাগজে লেখা বড় বড় প্রতিশ্রুতিগুলো মনটা হঠাৎ আনমনা করে দিয়েছে। আমি ভাবতে শুরু করলাম... আর মহান রবের প্রতিশ্রুতির গল্পগুলো এক এক করে চোখের সামনে ভেসে উঠতে শুরু করল! সে গল্পগুলোই আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে এসেছি।

হয়তো একদিন এভাবে আমার জীবনের গল্পটাও শেষ হবে। সবুজ ঘাসের বুকে শুয়ে নীল আকাশের ক্যানভাসে আমি একটি প্রতিশ্রুতি পূরণের দৃশ্য দেখতে চাই। যখন জান্নাত থেকে আগত ফেরেশতারা মহান রবের পক্ষ থেকে খোশ-খবর পৌঁছোবেন আমায় :

> "হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।"[১]

খ) প্রমিস? হ্যাঁ, প্রমিস!

অভিধানের ভাষায় ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি হলো কোনো কিছু করা বা না-করার অঙ্গীকার। হোক সেটা লিখিত বা মৌখিক। ওয়াদা মানে চুক্তিবদ্ধ হওয়া, ওয়াদা মানে প্রতিজ্ঞা,

ওয়াদা মানে আশ্বাস।

আমরা বলি, কথা দেওয়া!

কথা দিলে তো? হ্যাঁ, দিলাম !

প্রমিস? ওকে, প্রমিস!

আবার কখনো বা আমরা বলি : আচ্ছা, তা হলে ওই কথাই রইল!

এরপর, ওয়াদার উপর ভরসা করা, আশ্বাসের উপর আশ্বস্ত হওয়া, সময়ের অপেক্ষায় থাকা। ওয়াদার সাথে সময়ের একটি সম্পর্ক আছে। আর সময় অল্প বা বেশি যাই হোক না কেন, আমাদের কাছে মনে হয় অপেক্ষার ঘড়ি কেমন

[১] সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ : ২৭-৩০।

যেন শুধু ধীরেই চলে। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা নিজ ওয়াদার সত্যতার সাথে সবরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর রাসূলকে বলেছেন,

> "অতএব, আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।"[২]

ওয়াদা কখনো কারও জন্য সুসংবাদ।

আবার কখনো কারও জন্য দুঃসংবাদ, হুমকি।

প্রসঙ্গভেদে ওয়াদার বিভিন্ন অর্থ প্রযোজ্য হয়। 'আমি শপথ করছি', সরাসরি এভাবে না বললেও কাউকে কিছু প্রদানের আশ্বাস হয়ে যায় ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সব সময় এমন একটি সময়কে বোঝায় যা ভবিষ্যৎ কাল ও অনাগত। আর যা কিছু আসন্ন, তা তো নিকটবর্তীই, দূরের কিছু নয়! প্রতিশ্রুতি সম্পাদিত হয় দুই পক্ষের মধ্যে; যেখানে এক পক্ষ কথা দেয়, আরেক পক্ষ সেই কথার উপর ভরসা করে, আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষায় থাকে।

এরপর, টিকটিক করে ঘড়ির কাঁটা সামনের দিকে এগিয়ে চলে, সময় বয়ে যায়; একসময় ওই প্রতিশ্রুত মুহূর্তটি এসে হাজির হয়—যখন কিনা ওয়াদা পূরণের সময়! প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের সময়। বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যায়, মনের মধ্যে চলতে থাকে হিসেব-নিকেশের কত শত জল্পনা-কল্পনা। হ্যাঁ, ঠিক এটাই ঘটে যখন কোনো 'মা-নু-ষ' আমাদেরকে ওয়াদা দেয়। কত মানুষের মন বদলে গেল সময়ের সাথে! আবার অনেকে সদিচ্ছা সত্ত্বেও কথা রাখতে পারে না অনেকসময়। নিজের অক্ষমতা আর আকস্মিক প্রতিকূল পরিস্থিতির কাছে জবানের ওয়াদা হার মানতে বাধ্য হয়। নিজের ইচ্ছার সাথে তাকদীরের বিধান এবং আল্লাহর ইচ্ছাও মিলতে হয়, নইলে হয়ে ওঠে না।

ইতিহাসের পাতা থেকে একটি বিখ্যাত 'কথা না-রাখার কথা' বলছি শুনুন।

পারস্যের সুলতান মাহমূদের দরবারে বেশ কদর ছিল কবিতার। একবার এক অখ্যাত কবি কিছু কবিতা শুনিয়ে সুলতানের মন জয় করে নিল। সুলতান

---

[২] সূরা রূম, ৩০ : ৬০।

বলল, ফেরদৌসি, তুমি আমার দরবারকে (জান্নাতুল) ফেরদৌস বানিয়ে দিলে![৩]

রাজকবি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো সেই অখ্যাত কবিকে, কবির নামই হয়ে গেল ফেরদৌসি। তার কাজ এখন সম্রাটের স্তুতি প্রশংসা করে মহাকাব্য রচনা করা, প্রতিটি শ্লোকের বিনিময়ে মিলবে স্বর্ণমুদ্রা! দীনার! একে একে দীর্ঘ তিরিশ বছরে সেই বিখ্যাত মহাকাব্য 'শাহনামা' লিখে শেষ হলো! এবার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, পুরস্কার পাবার পালা। এতে আছে ৬০ হাজার শ্লোক, প্রতি শ্লোকের বিনিময়ে একটি করে ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের ওয়াদা করেছিলেন সম্রাট। মুদ্রাভর্তি থলেও পাঠিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু মুখ খুলে কবি হতোভম্ব, 'এখানেই কবি নীরব'! ঝনঝনে মুদ্রা এসেছে ঠিক, তবে তা স্বর্ণের নয় রৌপ্যের! এতদিনের পরিশ্রম, এতদিনের আশার এই প্রতিদান! কবি ক্ষোভে-দুঃখে সেগুলো বণ্টন করে দিলেন রাজকর্মচারী আর চাকরদের মাঝে। ওদিকে উপহারের এই সমাদরের কথা শুনে সুলতান গেলেন রেগে, নতুন ফরমান হলো : গ্রেফতার করে আনো কবিকে। কবি রাতের আঁধারে কিছু ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখে পালালেন, কোনো এক দেওয়ালে সেগুলো ঝুলিয়ে রেখে। লোকমুখে প্রচলিত আছে, হিংসুকরা নাকি সুলতানের কানভারী করেছিল, তাই তার মনের এই বদল। যদিও অনেকে বলেন পরে নাকি তিনি নিজের কথা রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ততদিনে কবি আর বেঁচে নেই।[৪]

কাজেই মানুষের দেওয়া ওয়াদার ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চয়তা থাকেই। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে আমরা ভরসার মাত্রা ঠিক করি, সবার কথার দাম তো আর সমান না!

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী হলেন নবি-রাসূলগণ। তাঁদের কথা সত্য, তাঁদের ওয়াদাও সত্য। ইতিহাসে এর সত্যতা প্রতীয়মান। কারণ, নবিগণ আল্লাহর দেওয়া ওয়াদাই মানুষের সামনে প্রচার করেন। হিজরতের সেই সফরে যখন সুরাকা এসেছিল রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ধরতে, তখন তিনিই উলটো সুরাকাকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন।[৫] আর

[৩] দ্য হান্ড্রেড, মাইকেল এইচ হার্ট।

[৪] Donna Rosenberg (1997). Folklore, myths, and legends: a world perspective. McGraw-Hill Professional. pp. 99–101.

[৫] বুখারি, ৩৯০৬।

বলেছিলেন : সেই দিনটি কেমন হবে সুরাকা, যখন তোমার হাতে কিসরার বালা শোভা পাবে!

সত্যিই একদিন অখ্যাত সেই সুরাকার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল কিসরার বালা। দুনিয়ার দুই প্রতাপশালী বাদশাহর একজন ছিল কিসরা। সুরাকার হাতে কিসরার বালা তুলে দেওয়া হয়েছিল, যখন উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-র সময়ে পারস্য বিজয় হয়েছিল।[৬]

নবিরা তো আল্লাহর ওয়াদারই প্রচারকারী! 'আল্লাহ'র ওয়াদা!

কাজেই, যখন বলা হয়, আল্লাহর ওয়াদা (وَعْدَ اللَّهِ) তখন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়? তখন আর কি সন্দেহের অবকাশ থাকে?

স্তব্ধ পুকুরে ঢিল ছুড়লে যেভাবে চতুর্দিকে কম্পন সৃষ্টি হয় ঠিক সেভাবে, বরং তার চেয়েও বেশি কম্পনে কেঁপে উঠে মুমিন-হৃদয়, যখন তাদের সামনে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়! যখন বলা হয়, ***আল্লাহর পক্ষ থেকে*** প্রতিশ্রুতি! ***আল্লাহর পক্ষ থেকে*** ওয়াদা !

মুমিনদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কারণ, প্রতিশ্রুতি পূরণ করাই আল্লাহর কাজ, আল্লাহর সুন্নাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।'[৭]

অন্যত্র এসেছে,

> '...আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আল্লাহর চাইতে অধিক সত্যবাদী কে আছে?'[৮]

জেনে রাখুন : আমাদের মনে অবশ্যই এই ধারণা জন্মানো উচিত, যখন আল্লাহ স্বয়ং কোনো প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তখন তা পূরণ হবেই। কেননা এটা তাঁর বড়ত্ব, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের অংশ। আর কেনই বা পূরণ হবে না? ওয়াদা অপূর্ণ রইবার যে কারণগুলো, সেগুলো দ্বারা তো তিনি প্রভাবিত হন না। তাঁর সামর্থ্যের বাইরে কিছুই নেই, তিনি সর্বশক্তিমান। কোনো পরিস্থিতি

[৬] ইবনু আবদিল বার্, আল-ইসতিআব, ২/৫৮১।

[৭] সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ৯।

[৮] সূরা নিসা, ৪ : ১২২।

তাঁকে বাধা দিতে পারে না, কেননা পরিস্থিতির স্রষ্টা তিনিই। তিনি তো কারও মুখাপেক্ষী নন, কারও উপর নির্ভরশীল নন।

'বলুন, তিনিই আল্লাহ, যিনি একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।'[৯]

গ) আল্লাহর ওয়াদার সত্যতা ও মানুষের সন্দেহ

মানুষের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, যখন কেউ বাকিদের উপর প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান হবার পরেও মিথ্যা বলে, তখন এটা তার দুশ্চরিত্রের পরিচায়ক। কেননা যে নিজেই অন্যদের উপর শক্তিশালী ও বিজয়ী, তার তো কাউকে ভয় করার দরকার ছিল না; তবুও সে যখন বিনা প্রয়োজনে মিথ্যা বলে, এটা তার ঘৃণিত ও ছোটলোকি স্বভাব ছাড়া আর কী? আর এ ধরনের ব্যক্তিদের মোটেও পছন্দ করেন না আল্লাহ। কিয়ামাতের দিন যে তিন ধরনের ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, ফিরেও তাকাবেন না এবং গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না, তাদের একজন হবে মিথ্যাবাদী শাসক।[১০] শাসক নিজেই অন্যদের উপর ক্ষমতাবান, তবুও যখন সে মিথ্যা বলে, তখন ক্ষমতা থাকলেও তার কোনো সম্মান থাকে না। মিথ্যাবাদীর কোনো সম্মান নেই। এই ব্যক্তি আল্লাহর কাছেও অত্যন্ত ঘৃণিত।

ইতিহাস থেকে দেখা যায়, সম্মান হারানোর ভয়ে আবূ সুফইয়ান রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে মিথ্যা বলতে চেয়েও পারেনি। অথচ তখন আবূ সুফইয়ান ছিল ইসলামের প্রধান দুশমন। এটা মক্কা বিজয়ের আগের ঘটনা। হিরাক্লিয়াস আবূ সুফইয়ানের কাছে আল্লাহর রাসূলের ব্যাপারে জানতে চেয়েছিল। সেদিন আবূ সুফইয়ান অনেক চেষ্টা করেও কোনো মিথ্যা বলতে পারেনি। পরবর্তী কালে মক্কায় ফিরে এসে কসম করে বলেছিল, 'আল্লাহর কসম, যদি দুর্নামের ভয় না থাকত, তবে আমি অবশ্যই তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম!

---

[৯] সূরা ইখলাস, ১১২ : ১-২।

[১০] রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেনও না এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি; (১) বৃদ্ধ যিনাকারী, (২) মিথ্যাবাদী শাসক, (৩) অহংকারী ফকীর। (মুসলিম, ১০৭)

হিরাক্লিয়াস ছিল বুদ্ধিমান সম্রাট। সে আবূ সুফইয়ানকে মাঝখানে রেখে পিছনে তার চাকর-বাকরদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, 'যদি সে মিথ্যা বলে, তোমরা পিছন থেকে ইশারা করবে।'[১১]

প্রিয় পাঠক, এ তো গেল সামান্য মানুষের কথা। আর যিনি মানুষের রব! যিনি আসমান ও জমিন তথা সবকিছুর রব, সবকিছু যাঁর অধীনে, তাঁর সম্মান ও বড়ত্ব কেমন হতে পারে? এটা উপলব্ধি করা আমাদের কল্পনারও বাইরে। কাজেই, আল্লাহ যখন কোনো প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তা পূরণের নিশ্চয়তা নিয়ে তিল পরিমাণও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু জেনে অবাক হবেন, আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন,

'শুনে রাখো, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তবে অনেকেই তা জানে না।'[১২]

আল্লাহর ওয়াদার সত্যতা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ উদাসীন। যেন তারা জানে না যে, আল্লাহ তাআলা নিজ ওয়াদা পূরণে সত্যবাদী, তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেই ছাড়েন। কুরআনের একাধিক স্থানে আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন,

'আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অনেকেই তা জানে না।'[১৩]

কাজেই, আল্লাহর ওয়াদা পূরণ হবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এরপরেও যদি কাউকে দেখা যায় যে, সে দাবি করছে তার জীবনে আল্লাহর দেওয়া ওয়াদা কার্যকর হয়নি, কিংবা আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য আসেনি, অথবা ভবিষ্যতেও আসলো না! তা হলে সেই ব্যক্তির উচিত হবে নিজের ঈমানের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। আল্লাহর দেওয়া ওয়াদায় কোনো সমস্যা নেই, সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার নিজের কারণে, কেননা কেউ যদি আল্লাহর প্রতি সত্যবাদী থাকে তা হলে আল্লাহও তার প্রতি সত্যবাদী থাকেন।

সুতরাং, মানুষের সাথে আল্লাহর ওয়াদার দৃষ্টান্ত এমন এক টিকিটের মতো যার রয়েছে দুটো অংশ : একটি আল্লাহর কাছে, আরেকটি আমাদের কাছে।

---

[১১] বুখারি, ০৭।

[১২] সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৫।

[১৩] সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৫। (আল্লাহর ওয়াদার সত্যতার ব্যাপারে মানুষ জানে না; এই মর্মে অনুরূপ আয়াত দেখুন, সূরা কাসাস, ২৮ : ১৩; সূরা রূম, ৩০ : ৬)।

আমরা যদি আমাদের অংশ ঠিক রাখি, তা হলে আল্লাহও তাঁর অংশ ঠিক রাখবেন।

ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হওয়ার বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'অ্যাই ছেলে! আমি তোমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিচ্ছি : আল্লাহকে স্মরণে রেখো, তিনি তোমাকে সুরক্ষা দেবেন। আল্লাহকে স্মরণে রেখো, তা হলে তুমি তাঁকে পাবে তোমার প্রতি মনোনিবেশকারী হিসেবে।...'[১৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। তুমি সচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তিনি তোমাকে কঠিন অবস্থায় স্মরণ করবেন। মনে রেখো, যা তুমি পেলে না, তা তোমার পাবার ছিল না। আর যা তুমি পেলে তা তুমি না পেয়ে থাকতে না। আরও জেনে রাখো, ধৈর্যধারণের ফলে (আল্লাহর) সাহায্য লাভ করা যায়। কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কঠিন অবস্থার পর সচ্ছলতা আসে।'

আফসোস, আল্লাহর ওয়াদার সত্যতা সম্পর্কে আমরা অধিকাংশ মানুষ সংশয়গ্রস্ত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> 'আল্লাহর ওয়াদা সত্য কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না!'[১৫]

প্রথম ঘটনা : শিশু মূসাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া

ফিরআউনের আদেশে বানী ইসরাঈলের সকল পুত্র-সন্তানদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হচ্ছে। এই অবস্থায় মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মা গর্ভধারণ করলেন, প্রসবের সময় সমাগত। এতদিন পর্যন্ত এই সংবাদ তিনি সফলতার সাথে গোপন রেখেছেন। কিন্তু সন্তান প্রসবের পর তাকে গোপন করে রাখা প্রায় অসাধ্য। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মায়ের অন্তরে এই অনুপ্রেরণা দান করলেন :

> 'আমি মূসার মাকে ইশারা করলাম, একে দুধপান করাতে থাকো। তারপর যখন এর প্রাণের ভয় করবে, তখন দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে

[১৪] তিরমিযি, আস-সুনান, ২৫১৬; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৮০৩।
[১৫] সূরা কাসাস, ২৮ : ১৩।

> এবং কোনো ভয় ও দুঃখ করবে না। তাকে তোমারই কাছে ফিরিয়ে আনব এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব।'[১৬]

লক্ষ করুন, এখানে আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মা'কে একটি ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেছেন,

> 'তাকে তোমারই কাছে ফিরিয়ে আনব এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব।'

কিন্তু কীভাবে সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হতে পারে? শিশু মূসার জীবন তো এমনিতেও ফিরআউনের হাত থেকে নিরাপদ নয়! আবার, যদি আল্লাহর আদেশ মোতাবেক তাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে বাহ্যিকভাবে এটাও তো সাক্ষাৎ মৃত্যুর শামিল!

কিন্তু আল্লাহর আদেশ ও ওয়াদার উপরেই মূসার মা দৃঢ় থাকলেন এবং আমরা দেখেছি কীভাবে তিনি আল্লাহর ওয়াদাকে সত্য পেয়েছেন। পরবর্তী ঘটনা কম-বেশি আমরা সবাই জানি, শিশু মূসাকে আবার তাঁর মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি ফিরআউনের রাজপ্রাসাদে গিয়ে নিজের শিশুপুত্র মূসাকে দুধপান করাতেন। এমনকি এই কাজের জন্য ফিরআউন তাকে পারিশ্রমিক পর্যন্ত প্রদান করত! এই বর্ণনায় আরেকটু অগ্রসর হয়ে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তাআলা বলছেন,

> 'এভাবে আমি মূসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে তার চোখ শীতল হয়, সে দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয় এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য বলে জেনে নেয়। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ কথা জানে না।'[১৭]

দ্বিতীয় ঘটনা : আসহাফে কাহফ

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক 'অন্তর্ধান রহস্য' রয়েছে। আগের ও পরের অনেক ঘটনায় বহু বিখ্যাত-অবিখ্যাত ব্যক্তিদের হারিয়ে যাবার খবর আমাদের অজানা নয়। তবে যারা এভাবে 'হারিয়ে' গিয়েছেন, তাদের কাউকে কখনো

[১৬] সূরা কাসাস, ২৮ : ৭।

[১৭] সূরা কাসাস, ২৮ : ১৩।

ফিরে আসতে দেখা যায়নি। কয়েক বছর অতিবাহিত হলেই মানুষ ধরে নেয় তারা আর কখনো ফিরে আসবেন না, কয়েক প্রজন্ম পরে ফিরে আসা তো অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

কিন্তু আল্লাহ তাআলা আসহাবে কাহফের যুবকদের ব্যাপারে তেমন অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখিয়েছেন। ঘুমন্ত যুবকেরা আন্দাজও করতে পারেনি, কত শত বছর পেরিয়ে গেছে। তারা মনে করছিল, বোধহয় একদিন কেটেছে ঘুমের মধ্যে। অত্যাচারী শাসক ও কিয়ামাতে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় হতে আত্মরক্ষার জন্য তারা আশ্রয় নিয়েছিল এক গুহায়। ঘুম ভাঙার পর তারা ছিল ক্ষুধার্ত। কিছু মুদ্রা দিয়ে একজনকে খাদ্য আনতে পাঠাল। সতর্কতার সাথে বলে দিল, তাদের খবর যাতে কাউকে না জানানো হয়। কিন্তু যুবক শহরে প্রবেশ করে হতভম্ব, মানুষগুলো বদলে গেছে, শহরটাও কেমন অচেনা! চূড়ান্ত বিপত্তি ঘটল মুদ্রা দিয়ে খাদ্য ক্রয়ের সময়, এ যে কয়েকশো বছর আগের মুদ্রা!

এ যুবক কি তবে গুপ্তধন পেয়েছে? না, যুবক তো বলছে গতকাল বিকালেই সে এখানে ছিল, সে নাকি এই শহরের অধিবাসী আর এখানকার বাদশাহ অমুক। কিন্তু এই বাদশাহ তো কয়েকশো বছর আগেই গত হয়েছে! প্রথমে যুবককে পাগল মনে করলেও কিছুক্ষণ পর সকলের কাছেই প্রকাশিত হলো, এরাই সেই কয়েক যুবক যারা 'হারিয়ে' গিয়েছিল। তিনশো নয় বছর পরে তাদের 'অন্তর্ধান রহস্য' উন্মোচন হলো! কিন্তু আল্লাহ কেন এই অলৌকিক ঘটনা ঘটালেন, এর কী উদ্দেশ্য? আল্লাহ তাআলা বলছেন,

> 'এভাবে আমি নগরবাসীদেরকে তাদের অবস্থা জানালাম, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য...।'[১৮]

প্রিয় পাঠক! এবার আপনি নিজেই কুরআন খুলে পড়তে শুরু করুন এবং দেখুন কীভাবে আল্লাহ তাআলা নিজ ওয়াদার সত্যতার প্রমাণ দিয়েছেন নানান স্থানে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> 'এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ কখনো নিজের প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'[১৯]

---

[১৮] সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ : ২১। বিস্তারিত দেখুন : ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/৪১৮ (ইফা, বঙ্গানুবাদ)।
[১৯] সূরা রূম, ৩০ : ৬।

সুতরাং, আল্লাহর ওয়াদার সত্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি ফিরআউনের মতো 'নিজেকে রব দাবিদার' কাফির ও তার অনুসারীরাও জানত আল্লাহর ওয়াদা সত্য! আল্লাহ তাআলা বলছেন,

> 'যখন তাদের উপর বিপদ আসত, তখন তারা বলত—হে মূসা, আমাদের জন্য তুমি তোমার রবের কাছে দুআ করো। তিনি যে ওয়াদা তোমার সাথে করেছেন, সে অনুযায়ী। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব হটিয়ে দাও, তা হলে আমরা তোমার কথা মেনে নেব এবং বানী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেব।'[২০]

ঘ) মানুষ আল্লাহর ওয়াদার সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ-পোষণ করে কেন?

আল্লাহর ওয়াদার সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহগ্রস্ত হবার অনেক কারণ রয়েছে। অন্যতম প্রধান কয়েকটি কারণ হলো :

১. অজ্ঞতা
২. গুনাহের কুপ্রভাব
৩. দুনিয়ার মোহ
৪. শয়তানের প্রতারণা

• **অজ্ঞতা :** সাধারণত সন্দেহ সৃষ্টি হয় অজ্ঞতা থেকে। এ কারণে ইসলামে ইলমের প্রতি এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অজ্ঞতার কারণে একজন ব্যক্তি এমন আচরণ করে ফেলে, যা আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য ও অসন্তোষজনক। একটা জিনিস না জানার ফলে সেই বিষয়ে ইয়াকীনে কমতি আসে, দ্বীনি দৃঢ়তায় ঘাটতি শুরু হয়, আত্মিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি হয়।[২১]

• **গুনাহের কুপ্রভাব :** গুনাহের ফলে অন্তরে মরিচা ও কালোদাগ পড়তে থাকে। ভালোকে মন্দ আর মন্দকে ভালো মনে হতে থাকে।[২২] চোখ ও কানের গুনাহ

[২০] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৩৪।

[২১] Zarabozo, 2002, pp.395-398.

[২২] রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'বান্দা যখন কোনো গুনাহ করে তখন তার হৃদয়ে একটি কালোদাগ পড়ে। পরে যখন সে গুনাহ থেকে বিরত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তাওবা করে তখন তার হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি পুনরাবৃত্তি করে তবে কালোদাগ বৃদ্ধি পায়। এমনকি তার হৃদয়ের উপর তা প্রবল হয়ে ওঠে। এই আবস্থাটিকেই আল্লাহ রা'ন (অর্থাৎ মরচে পড়া) বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কখনো নয়,বরং এদের কৃতকর্মের দরুন এদের হৃদয়ে জং ধরেছে। (সূরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ : ১৪)' [তিরমিযি, ৩৩৩৪, হাসান]

থেকে নিজেকে হেফাজত করা অত্যন্ত জরুরি, কেননা চোখ-কান হলো তথ্য সংগ্রহকারী ইন্দ্রিয়। এগুলোর মাধ্যমে যে তথ্য আমরা সংগ্রহ করি সেগুলো 'প্রসেসিং' হয় আমাদের অন্তরে। কাজেই, চোখ ও কানের গুনাহের ফলে যখন অন্তরও কলুষিত হয়ে যায়, তখন তা আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> 'আমি তাদেরকে এমন কিছু দিয়েছিলাম যা তোমাদের দিইনি। আমি তাদেরকে কান, চোখ, হৃদয়—সবকিছু দিয়েছিলাম। কিন্তু না সে কান তাদের কোনো কাজে লেগেছে, না চোখ, না হৃদয়। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত।...'[২৩]

অন্যত্র তিনি বলেছেন,

> 'এমন কোনো জিনিসের পেছনে লাগতে যেয়ো না, যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চয় চোখ, কান ও অন্তর—সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'[২৪]

- **দুনিয়ার প্রতি মোহ :** আল্লাহ তাআলা বলেন,

  '...নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কাজেই এ দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে... ।'[২৫]

- **শয়তানের প্রতারণা :** আল্লাহ তাআলা বলেন,

  "...আর প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারিত করতে সক্ষম না হয়।'[২৬]

ঙ) 'যে অঙ্গীকার ছিল, তা পূর্ণ করো।'

ওয়াদা দ্বিপাক্ষিক বিষয়, দু-পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি। যে-কোনো এক পক্ষ নিজের করণীয় পালন না করলে অপর পক্ষ হতে ওয়াদা পূরণের আশা করা উচিত নয়। বানী ইসরাঈলদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

---

[২৩] সূরা আহকাফ, ৪৬ : ২৬।
[২৪] সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৬।
[২৫] সূরা লুকমান, ৩১ : ৩৩।
[২৬] সূরা লুকমান, ৩১ : ৩৩।

> ‘হে বানী ইসরাঈল, আমার সেই নিয়ামাতের কথা মনে করো, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম। আমার সাথে তোমাদের যে অঙ্গীকার ছিল, তা পূর্ণ করো। তা হলে তোমাদের সাথে আমার যে অঙ্গীকার ছিল, তা আমি পূর্ণ করব এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো।’[২৭]

এদিকে, উম্মাতে মুহাম্মাদীকে উল্লেখের ক্ষেত্রে, আল্লাহ সরাসরি বলেছেন,

> ‘সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব...।’[২৮]

উভয় উম্মাতের প্রতি সম্বোধনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক পার্থক্য চিহ্নিত করে ‘তাফসীরু কুরতুবি’-তে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বানী ইসরাঈলকে প্রদত্ত সুখ-সম্পদ ও অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর যিক্‌র ও অনুসরণের আহ্বান করেছেন এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীকে তাঁর দয়া ও করুণার উদ্ধৃতি না দিয়েই একই কাজের উদ্দেশ্যে আহ্বান করা হয়েছে। এখানে উম্মাতে মুহাম্মাদীর এক বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, দাতা ও করুণাময়ের সাথে তাদের সম্পর্ক মাধ্যমহীন—একেবারে সরাসরি। এরা দাতাকে চেনে।[২৯]

চ) সবর করুন, আল্লাহর ওয়াদা সত্য !

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> “কাজেই (হে নবি,) সবর করো, অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। এবং যারা বিশ্বাস করে না, তারা যেন কখনোই তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।”[৩০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

> “অতএব, ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। নিজের ভুল-

---

[২৭] সূরা বাকারা, ২ : ৪০।

[২৮] সূরা বাকারা, ২ : ১৫২।

[২৯] মুফতি শফি, মাআরিফুল কুরআন, ১/২০৬।

[৩০] সূরা রূম, ৩০ : ৬০।

ত্রুটির জন্য মাফ চাও।"[৩১]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

"(হে নবি,) ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আমি তাদেরকে যে মন্দ পরিণতির ভয় দেখাচ্ছি এখন তোমার সামনেই এদেরকে তার কোনো অংশ দেখিয়ে দিই কিংবা (তার আগেই) তোমাকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিই, সর্বাবস্থায় এদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।"[৩২]

কাফিরদের বিরোধিতা ও শত্রুতার উপর সবরের নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। দাওয়াত বুলন্দ হবে, দ্বীন পূর্ণ হবে, মুমিনদের চূড়ান্ত পরিণাম কল্যাণকর হবে। আল্লাহর ওয়াদার কোনো ব্যতিক্রম নেই। বাস্তবেও তাই ঘটল। হিজরতের পর একে-একে বিজয় এল। মক্কা জয় হলো। সমগ্র আরব ইসলামের অধীনে এল। শিরক-কুফর দূর হলো। এরপর সাহাবিদের মাধ্যমে দুনিয়ার পূবে-পশ্চিমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পেল। কাজেই, আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়ন পর্যন্ত সবর করতে হবে, নিজেদের ভুলত্রুটির জন্য মাফ চাইতে হবে ও আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে। নবি-রাসূলগণ নিষ্পাপ, তাই রাসূলকে সম্বোধনের অর্থ উম্মাতকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উৎসাহিত করা।[৩৩]

[৩১] সূরা গাফির, ৪০ : ৫৫।

[৩২] সূরা গাফির, ৪০ : ৭৭।

[৩৩] ইবনু কাসীর, তাফসীর, ১২/২০১।